

১। সরবরাহ ক্রি ডেলিভারী এয়ারসাইট শর্ত ছাড়া অন্য কোন শর্ত গ্রহণযোগ্য নয়।

২। টেন্ডারে অংশগ্রহণকারীকে সরকারী বিধি মোতাবেক করিমস কর্তৃপক্ষের নজর থেকে মুসক সেবার কোড এর ০০৭.০০ আওতাধীন "যোগানদার" হিসাবে মূল্য সংযোজন কর/টার্নওভার ট্যাক্স নির্ধারিত হতে হবে এবং এই টেন্ডারের সাথে মুসক/টার্নওভার ট্যাক্স নিবন্ধন পত্রের কপি সাংযুক্ত করতে হবে। বিধি মোতাবেক মুসক আদায়/ভরিত করা হবে।

৩। সরবরাহকারীর মূল্য তালিকা (যহাতে লিখিত বা ছাপানো হোক) পরিষ্কারভাবে সীলমোহরকৃত খামে মানেজিং ডিরেক্টর, খুলনা শিপইয়ার্ড লি., বাংলাদেশ নৌবাহিনী, খুলনা সন্ধান পূর্বক পাঠাতে হবে। এছাড়া সরবরাহ ই-মেইলে- [E-mail: dgml.ksy@gmail.com](mailto:dgml.ksy@gmail.com) ঠিকানায় ১১.১৫ ঘটিকার মধ্যে প্রেরণ করা যাবে।

৪। মূল্য বাতাইপত্র নং বারি ----- তারিখ ----- জমা দেবার শেষ তারিখ ----- বেলা ১১.৩০ মিঃ পর্যন্ত।

৫। মূল্য তালিকা ভাঙে অথবা যহাতে শিপইয়ার্ড প্রধান ভটিকে রক্ষিত বস্ত্রে জমা দিতে হবে। মূল্য তালিকা কমপক্ষে ৪০ দিন পর্যন্ত অবশ্যই বলবৎ রাখতে হবে। ক্রয়াদেশ প্রদানের তারিখ হতে ০৭ দিনের মধ্যে মালামাল সরবরাহ করতে হবে।

৬। ক্রয়াদেশে বর্ণিত সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার পর মালামাল সরবরাহ করা হলে প্রতি সত্তাহে অথবা এর অংশ বিশেষ এর জন্য ০.৫% হারে এল ভি এক্স সরবরাহে অধিক বিলম্বের কারণে উত্থাপন বাহ্যক হলে/ কোন ক্ষতি হলে প্রতি সত্তাহের অথবা তার অংশ বিশেষের জন্য অনধিক ১% হারে এল ভি সরবরাহকারীর নিকট হতে কর্তন করা হবে।

৭। সরবরাহকারী কর্তৃক সময়মত মালামাল সরবরাহে ব্যর্থ হলে অসরবরাহকৃত মালামাল অন্যত্র হতে ক্রয় করে অতিরিক্ত খরচ (যদি কিছু থাকে) সরবরাহকারীর নিকট হতে আদায় করা হবে।

৮। আমাদের নির্দিষ্ট মূল্য বাতাই পত্রের ফরম ব্যতিরেকে অন্য যে কোন শিরোনামাক্রিত পত্রের মূল্য তালিকা পাঠানো হলে উহা গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। বিলম্বে প্রাপ্ত সরবরাহ গ্রহণযোগ্য নয়।

৯। খুলনা শিপইয়ার্ড কর্তৃপক্ষের কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকেই যে কোন কিংবা সকল মূল্য তালিকাই গ্রহণ অথবা নাকচ করার ক্ষমতা থাকবে।

১০। কোন গ্রহণযোগ্য মূল্য তালিকার সরবরাহকারীকে ক্রয়াদেশ বিধি মোতাবেক প্রত্য সরবরাহ সুনিশ্চিত করার জন্য তালিকাভুক্তি ছাড়া সরবরাহকারীদের প্রস্তাবিত সরবরাহ ০৫% হারে জামানত পে অর্জনের মাধ্যমে জমা দিতে হবে। উক্ত জামানত এবং তালিকাভুক্ত সরবরাহকারীর স্থায়ী জামানত শিপইয়ার্ড কর্তৃপক্ষের আইনের পরিপন্থী এবং ক্রয়াদেশ বহির্ভূত যে কোন কার্যের জন্য অর্থব্যয় নির্দিষ্ট সময়ে সরবরাহ করতে অপর্যাপ্ত, প্রতিজ্ঞা অথবা নমুনা কিংবা ক্রয়াদেশ মোতাবেক সরবরাহ না করার জন্য বাস্তবায়ন করা যাবে।

১১। আমাদের এই শর্তাবলী স্বীকার করে নেওয়ার পর সরবরাহকারী কর্তৃক কোন প্রকার অবহেলা অথবা অন্য যে কোন নিষ্কর্ম কারণে যদি শর্তাবলী বিঘ্নিত হয় এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে শিপইয়ার্ডের যে কোন প্রাণগত বা অর্থগত ক্ষতি সরবরাহকারীর জামানত হতে পূরণ করা হবে।

১২। ক্রয়াদেশভুক্ত একই নম্বর আংশিক সরবরাহ গ্রহণযোগ্য নয়।

সালিসীর মহাহুত্ব

উপরোক্ত শর্তাবলীর উপর যদি কোন মত বিরোধ দেখা দেয় তবে বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য উভয় পক্ষের মতানুসারে একটি সালিসী পক্ষ ভাঙা হবে এবং তাতে বিফল হলে বাংলাদেশ নৌবাহিনী কর্তৃক মনোনীত সালিসী পক্ষ এবং সরবরাহকারীর মনোনীত সালিসী পক্ষের মহাহুত্বের নিষ্পত্তির চেষ্টা করা হবে, তাতেও বিফল হলে উভয় সালিসী পক্ষের লিখিত মনোনায়নের মাধ্যমে একজন বিচারক (অ্যাম্পারার) নিযুক্ত করা যাবে এবং তাতেও পূরীত সিদ্ধান্ত ব্যর্থ হলে ১৯৮০ সালের সালিসী আইন অনুযায়ী চরম সিদ্ধান্তের জন্য একটি চরম সালিসী পক্ষকে মেনে নিতে হবে এবং সেই সিদ্ধান্ত উপরে বর্ণিত শর্তাবলী আইনানুগভাবে সংযোজিত হবে এবং উভয় পক্ষকে মেনে নিতে হবে।

বিশেষ প্রটোকল

উপরোক্তবিধিত যে কোন ক্ষতের নির্দিষ্ট বক্তব্য হতে বিরত থাকলে সরবরাহকারীর মূল্য উদ্ধৃত ব্যতিল হতে পারে। মূল্য উদ্ধৃতির সকল মূল্যহার পরিষ্কার ভাবে লিখতে হবে। কোনরূপ অস্পষ্টতা অসম্পূর্ণতা অথবা পুনর্নির্ধারনের মাধ্যমে ভুল বোঝার অবকাশ থাকলে উদ্ধৃতির উক্ত অংশটুকু ব্যতিল বলে গণ্য হবে।